ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪১৮১
আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ত্রিপুরায় আই টি হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য চাই পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ। আমাদের রাজ্য বিদ্যুতে উদ্বৃত্ত। একে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে ও টি পি সি আয়োজিত মিলাপ ২.০'র উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, দেশের মধ্যে আমাদের রাজ্যেই সবচেয়ে সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। একে কাজে লাগিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার শিল্প, আই টি পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের দিশাতে কাজ করছে। আমাদের রাজ্যে গত ১১ মাসে সৌভাগ্য যোজনায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ী এলাকায় যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছানো কষ্টকর সেখানে সোলার সিষ্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হিরা বানাতে চাইছেন। এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা-সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উন্নয়নের কাজ করছে, যা প্রায় শেষের পথে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় আই টি হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। কারণ ত্রিপুরাতে আই টি হাব বানানোর ক্ষেত্রে হাইস্পীড ইন্টারনেট সহ উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রায় ১২ হাজার ছেলেমেয়ে ব্যাঙ্গালোর, গুরুগাঁও, নয়ডা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের আই টি সেক্টরে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে আই টি হাব পরিচালনার কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে মোদিজীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে রাজ্যের রেল পরিষেবা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে রাজধানী এক্সপ্রেস, হামসফর এক্সপ্রেস, দেওঘর এক্সপ্রেস, ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেস এবং কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস চালু হয়েছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৭-১৮ সালে যে বাজেট তৈরী করা হয়েছিল তাতে ১৪২২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল। বর্তমান সরকারের মাত্র ১১ মাসেই রাজস্ব আয় হয়েছে ১৭৯০ কোটি টাকা। সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে ৪ লক্ষ গ্যাস সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের ১১ মাসের মধ্যেই ২ লক্ষের উপর গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

*****২য় পাতায়

এই অর্থবছরের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাবার চাষের মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। কারণ দেশের মধ্যে কেরালার পর আমাদের রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী রাবার উৎপাদন হয়। রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগতমান সম্পন্ন রাবারশিট তৈরীর উপরও গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিখ্যাত ক্যুইন আনারসকে ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে বাজারজাত করা হয়েছে। ক্যুইন আনারসকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ফ্রুট প্রসেসিং কারখানা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে নীরমহল, ঊনকোটি, ছবিমুড়া, মাতাবাড়ীর মতো দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এই গুলির উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে উন্নত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দক্ষ প্রকৌশলীরা আধুনিকতম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিভাবে আরও বাড়ানো যায় সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন।

অনুষ্ঠানে ও এন জি সি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যজিৎ গাঙ্গুলী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও টি পি সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। রাজ্য সরকার এই বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকের এই মিলাপ অনুষ্ঠানে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও কিভাবে বাড়ানো যায় সেই ব্যাপারে দক্ষ প্রকৌশলীরা তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে মতবিনিময় করবেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নর্থ-ইষ্টার্ন রিজিওন্যাল পাওয়ার কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি পি কে মিশ্র এবং আসাম ইলেকট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে জম্মু ও কাশ্মীরে গতকাল সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টাটা পাওয়ার ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব মেহেরা, পাওয়ার সিষ্টেম অপারেশন কর্পোরেশনের ডিরেক্টর এস আর নরসিমা, ত্রিপুরা স্টেট জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহানন্দ দেববর্মা প্রমুখ।

****